بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনার ধারাবাহিকতায় খায়বারের যুদ্ধের ঘটনাবলী সবিস্তারে উল্লেখ করেন এবং পরিশেষে ফিলিস্তিন, মুসলিম বিশ্ব ও বিভিন্ন দেশের নির্যাতিত আহমদীদের জন্য দোয়ার আহবান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, **খায়বারের যুদ্ধাভিযানের** বর্ণনা চলছিল। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) ১৬০০ নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীকে নিয়ে খায়বার অভিমুখে যাত্রা করেন যাদের মাঝে ২০০জন অশ্বারোহী ছিলেন। এছাড়া তিনি (সা.) কিছু সাহাবীকে আগাম সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অগ্রদূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন আর এর নেতৃত্বে ছিলেন হযরত **আব্বাদ বিন বিশর (রা.)**। পাশাপাশি খায়বারের রাস্তা সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা লাভের জন্য ৫০ কেজি খেজুরের বিনিময়ে দু'জন গাইডকে ভাড়া করা হয়েছিল যারা উভয়ে **আশজাআ** গোত্রের সদস্য ছিল। মহানবী (সা.) যাত্রাপথে **সাহাবা** নামক স্থানে যাত্রা বিরতি দিয়ে মুসলমানদের সাথে নিয়ে আসরের নামায পড়েন, এরপর সবাই খাবার গ্রহণ করেন। অতঃপর সবাই শুধুমাত্র কুলি করে ওযূ ছাড়াই মাগরিবের নামায আদায় করেন।

যুদ্ধযাত্রার এমন জরুরী পরিস্থিতিতেও মহানবী (সা.) সাহাবীদের তরবীয়তের প্রতি কতটা যত্নবান ছিলেন দেখুন! যাত্রাপথে **আবু আবাস** নামক একজন সাহাবী সেনাদলের আগে আগে হাঁটছিল। মহানবী (সা.) তাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, **তুমি দল ছেড়ে একা একা হাঁটছ কেন? তোমার তো সৈন্যবাহিনীর সাথে একসাথে হাঁটা উচিত।** এই সাহাবী তাদের একজন ছিলেন যাদের কাছে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কোনো পাথেয় ছিল না আর পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের জন্যও কিছু দিয়ে আসতে পারেন নি। যাত্রার পূর্বে মহানবী (সা.) তাকে একটি চাদর প্রদান করেছিলেন যা তিনি বাজারে গিয়ে আট দিরহাম মূল্যে বিক্রি করেন। এর মধ্য থেকে দুই দিরহাম দিয়ে বাড়ির লোকদের খাবারদাবারের সামগ্রী ক্রয় করেন, দুই দিরহাম দিয়ে নিজের পাথেয় ক্রয় করেন এবং অবশিষ্ট চার দিরহাম দ্বারা নিজের জন্য একটি চাদর ক্রয় করেন। মহানবী (সা.) তাকে দেওয়া চাদরের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি উপরোক্ত পুরো ঘটনা খুলে বলেন। তার এ কথা শুনে তিনি (সা.) বলেন, **হে আবু আবাস! তোমরা এখন অনেক অসহায়। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমরা জীবিত থাকো এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করো তাহলে দেখবে, তোমাদের পাথেয় কত বৃদ্ধি পেয়েছে! তোমাদের আয়-উপার্জন অনেক বেড়ে যাবে! তোমাদের কাছে প্রচুর দিনার ও দিরহাম থাকবে এবং তোমাদের অধীনে বহু সংখ্যাক দাস থাকবে,' কিন্তু এসবকিছু তোমাদের জন্য খুব একটা ভালো হবে না।** আবু আবাস (রা.) মহানবী (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখেছেন। অতঃপর সত্তর বছর বয়সে তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন।

যাহোক, নামায শেষে মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে বলেন, **আমি এমনভাবে খায়বারে আক্রমণ করতে চাই যে, আমরা খায়বার এবং সিরিয়ার মাঝামাঝি স্থানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবো যেন তারা পালিয়ে সিরিয়ার দিকে যেতে না পারে। অনুরূপভাবে আমরা বনু গাতফানের দিকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করব যেন সেদিক থেকে তারা সাহায্যের জন্য আসতে না পারে।** অতঃপর মহানবী (সা.) যখন জানতে পারেন, বনু গাতফান খায়বারবাসীকে সাহায্য করতে অগ্রসর হচ্ছে তখন তিনি (সা.) বনু গাতফানকে পত্র মারফত জানান, **তোমরা তাদেরকে এই সাহায্য করা**

থেকে বিরত থাকো। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমরা খায়বারে বিজয়ী হবো। আরেক বর্ণনামতে তিনি (সা.) আরো বলেছিলেন, **তোমরা ইহুদীদেরকে সাহায্য করা থেকে বিরত হও এবং ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে আমরা জয় লাভের পর তোমাদেরকে খায়বারের কর্তৃত্ব দান করব অথবা খায়বারে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তোমাদেরকে দেওয়া হবে।** কিন্তু তারা তাঁর (সা.) কথা মানতে অস্বীকার করে, কেননা তাদের মাঝে মুসলমানদের ১৬০০ সৈন্যের বিপরীতে চার হাজার যুদ্ধবাজ সৈন্য এবং মজবুত দুর্গের কারণে অহংকার বিরাজ করছিল।

এরপরও মহানবী (সা.) **সা'দ বিন উবাদা** (রা.)-কে বনু গাতফানের নেতা উয়ায়নার কাছে প্রেরণ করেন, যে তখন ইহুদী নেতা মারহাবের দুর্গে ছিল। উয়ায়না তাকে দুর্গের ভেতরে আনতে চেয়েছিল, কিন্তু মারহাব তাকে ভেতরে আনতে বারণ করে, কেননা এতে করে সা'দ (রা.) তাদের ভেতরের রণপ্রস্তুতি এবং শক্তিমত্তা সম্পর্কে জেনে ফেলবেন। যাহোক, উয়ায়না দুর্গের বাইরে গিয়ে হযরত সাদ (রা.)-র সাথে সাক্ষাৎ করে। হযরত সা'দ (রা.) তাকে মহানবী (সা.)-এর বার্তা পৌঁছালে সে বলে, **আমরা নিজেদের চুক্তি ভঙ্গ করব না আর আমরা জানি, তোমাদের শক্তিমত্তা কতটুকু। যদি তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো তাহলে তোমরা সবাই ধ্বংস হবে, কেননা আমরা কুরাইশের মতো নই, যাদের বিরুদ্ধে তোমরা জয়ী হয়েছিলে।** হযরত সা'দ (রা.) তাকে উত্তরে বলেন, **তুমি এখন মুহাম্মদ (সা.)-এর কথা মানছ না, কিন্তু এক সময় তোমরা আমাদের প্রস্তাব মানার দাবি করবে, কিন্তু তখন তোমাদেরকে তরবারির আঘাত ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হবে না।**

মহানবী (সা.) একস্থানে বলেন, আমাকে ঐশী প্রতাপ দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। বনু গাতফানের ক্ষেত্রে এরূপ এক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের চার হাজার সৈন্যবাহিনী মুসলমানদেরকে খায়বারে প্রবেশের পূর্বেই প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছিল, ঠিক তখন এমন এক ঐশী নিয়তি প্রকাশিত হয় যে, তাদের সৈন্যবাহিনী হঠাৎ পিছু হটে এবং বাড়ি ফিরে যায়। অর্থাৎ, একটি অদৃশ্য আওয়াজ তাদের সেনাপতিকে জানায় যে, তোমাদের বাড়িঘর, গবাদি পশুর পাল এবং স্ত্রী-সন্তানরা অরক্ষিত এবং তোমাদের অনুপস্থিতিতে তাদের ওপর মুসলমানরা আক্রমণ করতে যাচ্ছে, এই জোরালো আওয়াজ শুনে কোনো কিছু না ভেবেই সেনাপতি যুদ্ধযাত্রা বাতিল করে বাড়ির পথ ধরে আর মুসলমানরা সমুহ বিপদ থেকে রক্ষা পায়।

এদিকে মহানবী (সা.) মুসলমানদের যাত্রা অব্যাহত রাখেন। খায়বারের কাছাকাছি পৌঁছে তিনি আল্লাহ্ তা'লার বিভিন্ন সৃষ্টির দোহাই দিয়ে দোয়া করেন, **হে সাত আকাশের আর সে সকল বস্তুনিচয়ের প্রভু-প্রতিপালক! যেসবের ওপর এগুলোর ছায়া বিস্তৃত! আমরা সেই জনবসতির পক্ষ থেকে কল্যাণ কামনা করি এবং এর অধিবাসীদের এবং এই বসতির মন্দ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।** এরপর তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে আল্লাহ্‌র নামে অগ্রসর হতে বলেন। এভাবে মহানবী (সা.) খায়বারের নিকটবর্তী একটি বাজার **মানযিলায়** পৌঁছেন। ইহুদীদের ধারণা ছিল না যে, মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ করবে। তাই প্রতিদিন দশ হাজার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তারা দুর্গের বাইরে বের হয়ে বলত, মুসলমানরা কি আমাদের ওপর আক্রমণ করার সাহস পাবে? এরপর যখন মুসলমানরা সেখানে পৌঁছে, তখন সকালে তারা নিজেদের দৈনন্দিন কাজের জন্য কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে দুর্গের বাইরে বের হয়ে মহানবী (সা.) ও মুসলমান সৈন্যবাহিনীকে দেখে হতচকিত হয়ে দৌঁড়ে দুর্গে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ সময় মহানবী (সা.) বলেন, **খায়বারের পতন**

হয়েছে। যখনই আমরা কোনো জাতির আঙ্গিনায় গিয়ে দাঁড়াই তখন যাদেরকে ভয় দেখানো হয় তাদের সকাল মন্দ হয়।

এ সময় **হযরত খুবাব বিন মুনযের (রা.)** মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, আপনার এখানে অবস্থান কি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুসারে? যদি এমনটি হয় তাহলে আমরা কিছু বলব না। কিন্তু যদি এটি আপনার সিদ্ধান্ত হয় তাহলে আমরা পরামর্শ দিতে চাই আর তা হলো, আমরা তাদের অনেক নিকটে চলে এসেছি আর তারা তির নিক্ষেপেও আমাদের চেয়ে অধিক দক্ষ। এছাড়া তারা আমাদের চেয়ে বেশ উঁচুতে অবস্থান করছে, এ কারণে তাদের তির খুব সহজেই আমাদের ঘায়েল করবে। অধিকন্তু তারা খেজুর গাছের আড়ালে লুকাতে পারবে এবং তাদের রাতের অতর্কিত আক্রমণ থেকেও আমরা নিরাপদ নই। তাই আমার নিবেদন হলো, আমরা অন্য কোনো স্থানে শিবির স্থাপন করি। তিনি (সা.) তার মতামতকে সঠিক বলে বিবেচনা করেন, কিন্তু সেই রাত সেখানেই অবস্থান করেন এবং পরদিন **রাজী'** নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন যা খায়বার ও গাতফান গোত্রের মাঝে অবস্থিত ছিল।

এ পর্যায়ে হুযূর (আই.) বলেন, খায়বারে বেশ কয়েকটি দুর্গ ছিল এবং সেগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। এগুলো একটির পর একটি মুসলমানদের হাতে বিজিত হয়। ইতিহাস ও জীবনীকারদের গ্রন্থে দুর্গের সংখ্যার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে সার্বিকভাবে দেখা যায়, **খায়বারের তিনটি পৃথক স্থানে মোট ৮টি দুর্গ ছিল অর্থাৎ, নাতাহ্ নামক স্থানে তিনটি দুর্গ নায়েম, সু'ব ও যুবায়ের, শাক নামক স্থানে ২টি দুর্গ উবাই ও নাযার এবং কাতিবাতে ৩টি দুর্গ কুমুস, ওতীহ ও সালালিম ছিল।**

এ যুদ্ধের বিবরণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে খোদার ওপর ভরসা রাখতে এবং খোদার দরবারে দোয়া করার নির্দেশ প্রদান করেন। **নায়েম** ইহুদীদের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ ছিল এবং খায়বারের বিখ্যাত যোদ্ধারা এই দুর্গের প্রতিরক্ষার জন্য নেতৃত্ব দিচ্ছিল। মহানবী (সা.) দশ দিন পর্যন্ত এ দুর্গের সামনে যুদ্ধ করতে থাকেন। বারবার ব্যর্থতা এবং বেশকিছু সংখ্যক সাহাবী আহত হওয়ার কারণে ইহুদীদের আত্মবিশ্বাস বেড়েই চলছিল। অবশেষে এক রাতে মহানবী (সা.) বলেন, **আগামীকাল আমি সেই ব্যক্তির হাতে পতাকা তুলে দিবো যার হাতে আল্লাহ্ তা'লা বিজয় দান করবেন আর সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে ভালোবাসে।**

হযরত বুরায়দা (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা রাত এই আনন্দে অতিবাহিত করি যে, আগামীকাল আমরা জয় লাভ করব। একইসাথে আমরা সবাই ভাবছিলাম, পতাকা কাকে দেয়া হবে আর সবাই এই সৌভাগ্য লাভের আশা করছিলাম। হযরত আলী (রা.) পূর্বে চোখের অসুস্থ্যতার কারণে খায়বারে আসতে পারেন নি, কিন্তু সেদিন যথাস্থানে এসে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-র চোখে নিজের মুখের লালা লাগিয়ে দেন যার ফলে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। এরপর তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-র হাতে পতাকা তুলে দেন, যিনি সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে নায়েম দুর্গে আক্রমণ করেন। আল্লাহ্ তা'লা হযরত আলী (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীদেরকে এতটা শক্তি দান করেছিলেন যে, তারা সেদিন সন্ধ্যার পূর্বেই জয় লাভ করেন। ইহুদীরা পূর্বেই নারী শিশুদেরকে আরেকটি দুর্গে সরিয়ে ফেলেছিল আর পরাজিত হওয়ার পর নিজেরাও সেই দুর্গে সটকে পড়ে যার ফলে একজন ইহুদীও সেদিন মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়নি।

খুতবার শেষ পর্যায়ে হুযূর (আই.) দোয়ার তাহরীক করে বলেন, আমি বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতির বিষয়ে নিয়মিত দোয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছি যে, **ফিলিস্তিনিদের** জন্য বিশেষভাবে এবং সার্বিকভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্যও অনেক দোয়া করুন। তাদের পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত অবনতির দিকে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা ফিলিস্তিনিদের প্রতি দয়া করুন এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতি করুণা করুন। আরব বিশ্ব এখনো যদি অনুধাবন করত এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করত! কেননা এক সময় শুধু ফিলিস্তিনই নয়, বরং পুরো আরববিশ্ব কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। কাজেই, তাদের জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত, কেননা আমাদের কাছে দোয়া ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই। অনুরূপভাবে **পাকিস্তানের** আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন, তাদের অবস্থা কখনো কখনো খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। **বাংলাদেশের** আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন; সেখানেও আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সব ধরনের বিরোধিতা এবং আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখুন। অন্যান্য স্থানের নির্যাতিত-নিপীড়িত আহমদী এবং অ-আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে নিরাপদে রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দোয়া করার তৌফিক দিন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)